ধারাবাহিক রচনা

সৎসঙ্গরত্নাবলি

স্বামী ধীরেশানন্দ

[শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজের 'সৎসঙ্গরত্নাবলি' নামে সংকলনটি 'নিবোধত' পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ। উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন উচ্চকোটির সাধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের উচ্চ চিন্তারাজি এই সংকলনের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সংখ্যায় কনখলের মহাত্মা স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের উপদেশাবলি সংকলিত হয়েছে।]

স্বপ্নের স্ত্রী

এক ব্রাহ্মণ কূপের ধারে বসিয়া আছে। পাশ দিয়া বরযাত্রীরা বাজনা বাজাইয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের চিত্তেও বিবাহের আনন্দলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হইল। পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ কূপের ধারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ দেখিতেছে যে সে বিবাহ করিয়াছে। কত আনন্দ! একটি ছেলেও হইয়াছে। শোয়ার সময় স্ত্রী বলিতেছে, ''ওগো, একটু সরে শোও, ছেলেটাকে শোয়াব।'' ব্রাহ্মণ একটু সরিয়া গিয়াছে, অমনি ধুপ করিয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। তখন চিৎকার। লোকজন আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিল, ''আরে ক্যা কহুঁ, স্বপ্নকি স্ত্রীনে মুঝে কুয়েমে গিরায়ি। অগর ম্যাঁয় সাদি করুঁ তো না মালুম উও স্ত্রীনে ক্যা করেগি।''

ভেদ ও অভেদবাদী

এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত হাজামত করিতে বসিয়াছেন। এমন সময় এক ভেদবাদী পণ্ডিত তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে আসিলেন। প্রথম পণ্ডিত দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমনের কারণ 'অভেদখণ্ডন'—ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। হাজামতের পর অভেদবাদী পণ্ডিত নাপিতকে বলিলেন, ''বাঃ ভাই, তুই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, কী সুন্দর হাজামত করেছিস!'' নাপিত বলিল, ''আরে মহারাজ! ম্যায় তো আপকা দাস হুঁ।'' এরূপ চার-পাঁচ বার নাপিতকে দিয়া বলাইয়া লইয়া অভেদবাদী পণ্ডিত আগন্তুক ভেদবাদী পণ্ডিতকে বলিলেন, ''এই দেখো, এই নাপিত, এরও ভেদবুদ্ধি। দাসবুদ্ধি স্বাভাবিক। এ কোনও শাস্ত্রাদি পড়েনি। তুমি এত শাস্ত্রাদি পড়ে সর্বলোকপ্রত্যক্ষ স্বাভাবিক ভেদবুদ্ধি শাস্ত্রবিচার দিয়ে প্রতিপাদন করতে এসেছ? এই তোমার বুদ্ধি?''

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

দুর্যোধন বলিলেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিবেন না। ইহার কারণ কী? ইহার অর্থ এই, যুধিষ্ঠিরাদি তো পাণ্ডুর পুত্রই নহেন। বিভিন্ন দেবতাদের পুত্র। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার চাচার পুত্রই

নহেন, তাঁহাদের রাজ্য দিবেন কেন? যদি তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র হইতেন তবে রাজ্য দিতেন। এটি ব্যাবহারিক অর্থ। আধ্যাত্মিক অর্থে—কুরুক্ষেত্র হইল এই শরীর। কুরুপাণ্ডব—আসুরী ও দৈবী সম্পদ। এই শরীররূপ রাজ্যের আধিপত্য লইয়াই আসুরী ও দৈবী সম্পদের মধ্যে চিরন্তন যুদ্ধের রূপক এই যুদ্ধকথা। সাহিত্যিকদের লেখার গুণে মিথ্যা কাহিনিও সত্য বলিয়া মনে হয়। তাহাদের এই শক্তি আছে, যেমন স্ত্রীলোকের রূপাদির দ্বারা স্বাভাবিক মোহিনী শক্তি। অথবা যেমন পঞ্চতন্ত্রের কথা। কাক-শেয়ালের গল্প। তাহারা কি কথা বলে? মিথ্যা কাহিনি একটা জিনিস বুঝাইবার জন্য বলা হয় মাত্র। কিন্তু লোকে তাহা বুঝে না। ঘটনাটিকেই সত্য মনে করে। ভিতরের তত্ত্ব সন্ধান করে না। ভগবানের বিষয়, আত্মতত্ত্বের বিষয় চিন্তা করে কে?

সাধারণ লোকের তো—

''মায়ী-বাপ মরণম্ তো ঠাকুরজীকা শরণম্॥''

শোভনাধ্যাস

বিষয়েতে হেয়তা বা উপাদেয়তা বলিয়া কিছুই নাই। ইহা মানুষের কল্পনা। এক রাজা হাজামত শেষ করিয়া নাপিতকে বলিলেন, ''শহরের সবচেয়ে সুন্দর ছেলে যদি আমায় দেখাতে পার তবে তোমাকে পুরস্কার দিব।'' ধূর্ত নাপিত পরদিন নিজের মহা কদাকার ছেলেটিকে লইয়া হাজির। রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। নাপিত বলিল, ''মহারাজ! আমার চোখে তো এই শহরে কেন, তোমার সারা রাজ্যেও এমন সুন্দর ছেলে আর একটিও আমি দেখিতে পাই না।''

সুন্দর কুৎসিৎ—এসবই জীবের কল্পনা।

গন্ধর্ব-নগর ও দৃষ্টিসৃষ্টি

ভাষ্যে বহুবার গন্ধর্ব-নগরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু গন্ধর্ব-নগর মানে কী? সাধারণত এই অর্থ করা হয় যে, হঠাৎ আকাশে যে-নগরী নেত্রদোষ বা অন্য কোনও কারণবশত দেখা যায়, তাহাই গন্ধর্ব-নগর। কিন্তু তাহা নহে। এ-অর্থ পরে করা হইয়াছে। গন্ধর্ব বলিতে পূর্বে গায়ন ও নাট্যকুশল লোকেদের বুঝাইত। কোনও অলৌকিক জাতি নহে। তাহারা নাটক করিবার জন্য যে-সমস্ত দুর্গ, বাড়িঘর বা নগর নির্মাণ করিত উহাই গন্ধর্ব-নগর। সে-নগর বস্তুত নাটক দেখাইবার জন্য, সত্যিকার নহে। যেমন স্টেজের স্ক্রিন আর কী! উহা নগরের ন্যায় দেখায় কিন্তু বাস্তবিক নহে। গন্ধর্বদের দিন চলিয়া যাইল। তখন ওই গন্ধর্ব-নগর আকাশে উঠিল। অর্থাৎ লোকে আকাশে দৃষ্টনগর কল্পনা করিতে লাগিল।

পরোক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানী বা সাধারণ যে-কোনও ব্যক্তির উপদেশেও জ্ঞান হইতে পারে যদি অধিকারী শোনে। সে তার নিজের মনেই ওই বাক্যের যাথার্থ্য উদ্ভাবন করিয়া লয়। তেমনই পরোক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানী উভয়েই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন।

জগৎ গন্ধর্ব-নগর বা স্বপ্ন বা নাটকতুল্য বলা হয়। স্বপ্নদর্শনকালে তাহাতে বাধ অর্থাৎ মিথ্যাবুদ্ধি থাকে না। নট যখন নাটক করে তখনও সে জানে যে—''আমি অভিনয় করছি, আমি গরিব হয়েও রাজার পার্ট প্লে করছি।'' সে জানে অভিনয়টা মিথ্যা এবং তার নিজের দারিদ্র্যের দীনতাটাও তার মনে থাকে। এজন্য স্বপ্ন ও নাটক উভয় দৃষ্টান্ত একত্র চিন্তনীয়। নাটকের দীনতাটুকুও কিন্তু জ্ঞানীর থাকে না। স্বপ্ন ও জাগ্রতের দৃশ্যপট সিনেমার দৃশ্যের ন্যায় বদলাইয়া যায়। সিনেমাতে থাকে বাস্তব একটি পর্দা। তেমনই জাগ্রত দৃশ্য বদলাইয়া যাইল—আসিল স্বপ্নদৃশ্য—তাহাও চলিয়া যাইল। রহিল কী ? রহিল এক চেতন। সেটি আর মুখে বলা যায় না। কিন্তু অনুভব হয়।

দৃষ্টিই সৃষ্টি—এ-বিষয়ে স্বপ্ন ও নাটক দৃষ্টান্ত একত্র চিন্তনীয়। *(ক্রমশ)*